ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

CFGN Climate Finance Governance Network, Bangladesh
Promoting Transparency & Accountability in Climate Finance

সমঝোতা স্মারক

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নেটওয়ার্ক (সিএফজিএন)

১. প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকির সম্মুখীন দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ১৮(ক) অনুসারে, "বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়ন করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন এবং বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য"। এরই আলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan of Action - NAPA) ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা-২০০৯ (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan - BCCSAP) প্রণয়ন করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল, বিশেষ করে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের ন্যায় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশসমূহের নিকট থেকে বাংলাদেশেরও সহজ ও অর্থপূর্ণ উপায়ে "নতুন ও অতিরিক্ত তহবিল" প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল আইন ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। অন্যদিকে রাজস্ব তহবিল থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। একইসাথে উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স তহবিল (Climate Change Resilience Fund) গঠন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে বাংলাদেশের ন্যায্য প্রাপ্য অর্থপ্রবাহ নিশ্চিত করা যেরূপ জাতীয় প্রাধান্য, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থব্যয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সার্বিকভাবে সুশাসন নিশ্চিত করাও সমভাবে অপরিহার্য। জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক ও বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণমূলক সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে একদিকে যেমন এ তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ কঠিন হবে তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে অর্থপ্রবাহের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এ প্রেক্ষিতে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), ('Strengthening Transparency, Accountability and Integrity in Climate Finance Governance-CFG)' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশসমূহ হচ্ছে কেনিয়া, মালদ্বীপ, মেক্সিকো, পেরু এবং ডোমিনিকান রিপাবলিক। এই বহুদেশীয় প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর সচিবালয় এর সমন্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, জলবায়ু অর্থায়ন নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা এবং সহযোগিতা করা, জলবায়ু অর্থায়ন তহবিলে অর্থের প্রবাহ ও ব্যবহারে স্বচ্ছতা, সমতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নীতি উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করা এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লাঘব করার প্রচেষ্টা জোরদার করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ সফল করার লক্ষ্যে টিআইবি'র উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সুশাসন এবং অধিকারভিত্তিক অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে কর্মরত বা আগ্রহী বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের নিয়ে 'জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নেটওয়ার্ক (সিএফজিএন) ' গঠন করা হয়েছে।

২. নেটওয়ার্কের শিরোনাম

নেটওয়ার্কের শিরোনাম হচ্ছে '***জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নেটওয়ার্ক (সিএফজিএন)***'

৩. সিএফজিএন এর উদ্দেশ্য

সিএফজিএন এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চাহিদা জোরদারে করার নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো –

ক. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে প্রতিশ্রুত ন্যায্য জলবায়ু তহবিলের প্রবাহ এবং তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

খ. জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন, নায্যতা, যৌক্তিকতা ও জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবিতে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ;

গ. ই-লার্নিং (অনলাইন) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত বিষয়ে সিএফজিএন সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

ঘ. কমিউনিটিস অফ প্র্যাক্টিস্[১] (সিএসওপি)-এর মাধ্যমে তথ্য, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের উপর নির্ভর করে যৌথভাবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো;

ঙ. জলবায়ু অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বহুমূখী প্রচারণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; এবং

চ. নেটওয়ার্ক কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত জলবায়ু অর্থায়ন-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪. সিএফজিএন এর নীতি ও মূল্যবোধ

সিএফজিএন এর সদস্যগণ গণতন্ত্র, সুশাসন, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমঅধিকার ভিত্তিক অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, সমতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং পক্ষপাতহীন মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন। এই নেটওয়ার্কের সকল সদস্য দলীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবসহ বিশেষ করে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল প্রকার ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন।

৫. সিএফজিএন এর গঠন

ক. টিআইবির সিএফজি প্রকল্প জাতীয় পর্যায়ে এ নেটওয়ার্কের সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে;

খ. জলবায়ু তহবিলে সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আগ্রহী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং অন্যান্য নেটওর্য়াকদের নিয়ে সিএফজিএন গঠিত হবে;

গ. প্রত্যেক সদস্য/প্রতিষ্ঠান সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট একজন কর্মীকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নির্বাচিত করবেন। ফোকাল পয়েন্ট তার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিয়মিত নেটওয়ার্ক সভায় অংশগ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এই নেটওয়ার্কের কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন;

ঘ. সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকার সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও অবস্থানের উপর ভিত্তি করে একাধিক 'কমিউনিটিস অফ প্র্যাক্টিস্ (সিএসওপি)' গঠন করা হবে। প্রত্যেকটি সিএসওপির কার্যাবলী সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব স্থানীয়ভাবে একজন সমন্বয়ক ও একজন যুগ্ম সমন্বয়কের এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নেটওয়ার্কের সচিবালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে। সিএসওপিসমূহ 'কমিউনিটিস অফ প্র্যাক্টিস্ পরিচালনা' পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে;

ঙ. জাতীয় পর্যায়ে গঠিত সিএফজিএন জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

৬. সিএফজিএন এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তি ও বাতিল

ক. জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং উল্লেখিত সিএফজিএন এর নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে কোনো বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সিএফজিএন এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে সিএফজিএন সচিবালয় কর্তৃক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি/ধাপগুলো অনুসরন-পূর্বক এবং টিআইবির সাথে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে সিএফজিএন এর সদস্য হতে পারবেন।

খ. যে কোন নির্দিষ্ট এলাকার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সিএফজিএন এর সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সচিবালয় কর্তৃক প্রাথমিক নির্বাচনের পর সংশ্লিষ্ট এলাকার সিএফজিএন সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের লিখিত সম্মতির প্রয়োজন হবে; এছাড়াও এক/একাধিক বর্তমান সিএফজিএন সদস্যদের কারো প্রস্তাবিত ঐ সদস্যের বিরূদ্ধে সপ্রমাণ অভিযোগ থাকলে তা বিবেচনা করা হবে।

গ. নেটওয়ার্ক সদস্যগণ এর কার্যক্রমে আগ্রহী না হলে নিজ সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারবেন। অন্যদিকে যথাযথ ব্যাখ্যা ছাড়া কোনো সদস্য পরপর তিনটি নেটওয়ার্ক সভায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ বিলুপ্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঘ. যদি কোনো নেটওয়ার্ক সদস্য জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তির জন্য প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করেন তবে তিনি তার সিএফজি নেটওয়ার্কের নাম বা সদস্যপদ ব্যবহার করতে পারবেন না। এর অন্যথা ঘটলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। এবং উল্লেখ্য, জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তির পর, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সিএফজি নেটওয়ার্কের সদস্যপদ স্থগিত থাকবে তবে তা বাতিল হবে না । একই সঙ্গে, নেটওয়ার্কের জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নরত কোন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ কাজে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সেই সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেন না।

ঙ. সিএফজি নেটওয়ার্কের কোন সদস্যের বিরূদ্ধে দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. সচিবালয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর Climate Finance Governance (CFG) এর প্রকল্প কার্যালয় এ প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত থাকা সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্কটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে যার ঠিকানা হচ্ছে: বাসা নং # ৭ (৩য় তলা); রোড নং # ৫; ব্লক # এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।

[১] 'কমিউনিটিস অফ প্র্যাক্টিস্' হলো জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন এবং নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিএফজিএন এর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষায়িত এক বা একাধিক দল যারা তাদের সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুসারে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন যৌথ অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এই কমিউনিটিস অফ প্র্যাক্টিস্ সমূহ 'কমিউনিটিস অফ প্র্যাক্টিস্ পরিচালনা' পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৮. সচিবালয়ের কার্যাবলী

টিআইবি কর্তৃক বাস্তবায়িত সিএফজি প্রকল্পের সময়সীমা পর্যন্ত সিএফজিএন সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পর নেটওয়ার্ক সদস্যদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই দায়িত্ব পুনর্বণ্টিত হবে। নেটওয়ার্ক সচিবালয় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে :

ক. নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সামর্থ্য সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা;
খ. নেটওয়ার্ক সভার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সদস্যদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
গ. সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও প্রচার করা;
ঘ. ই-নিউজলেটারের মাধ্যমে সিএফজিএন-এর কার্যক্রম প্রচার করা;
ঙ. সদস্যদের আন্ত: ও আন্ত:সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করা;
চ. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

৯. সভা এবং আন্ত:যোগাযোগ

ক. সমগ্র সিএফজি নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভিত্তিক সভা আহবান করা হবে;
খ. 'কমিউনিটিস অফ প্র্যাক্টিস (সিএসওপি)' এর সমন্বয়কদের নেতৃত্বে নির্দিষ্ট সিএসওপির সদস্যরা ইংরেজী বর্ণমালা অনুযায়ী (alphabetically) সংগঠনের নামের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে (rotationally) তাদের নিজ নিজ কার্যালয়ে সিএসওপির মাসিক সভা আয়োজন করবেন;
গ. সিএসওপি-ভিত্তিক এবং সিএসওপি ও সচিবালয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার প্রধান মাধ্যম হবে ইলেকট্রনিক মেইল (ই-মেইল);
ঘ. সকল সিএফজিএন সদস্যকে ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার করতে হবে।

১০. বাজেট ও ব্যয়ভার

ক. সিএফজিএন/ সিএসওপি সদস্যগণ নিজস্ব পরিমণ্ডলে বাস্তবায়নরত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিএফজিএন এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ব্যয় সংকুলান করবেন;
খ. সিএফজিএন সচিবালয়ের যাবতীয় খরচ টিআইবির সিএফজি প্রকল্প কর্তৃক বহন করা হবে;
গ. সিএফজি নেটওয়ার্কের ব্যয়ের নিয়মিত নিরীক্ষা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে;
ঘ. প্রতিটি সিএসওপি সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে সিএফজিএন এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নিজ সিএসওপির মাধ্যমে অথবা অন্যান্য সিএসওপির সাথে যৌথভাবে তহবিল উত্তোলন (fund raising) এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন; তবে এক্ষেত্রে সিএফজিএন এর মূল্যবোধ ও নীতিমালার সাথে এ ধরনের উদ্যোগ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে;
ঙ. এ ধরনের অর্থ সংগ্রহের সকল নথিপত্র/ আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং উত্তোলনকৃত অর্থ কোন কোন খাতে খরচ করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে নথিবদ্ধ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে;
চ. উল্লেখ্য যে, সিএফজিএনের সদস্য হিসেবে তহবিল উত্তোলনের উদ্যোগ গৃহীত হলে তার ধারণা পত্র/প্রকল্প প্রস্তাবনা সিএফজিএন এর মূল সমঝোতা স্মারকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শর্তসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রথমে সিএফজিএন সচিবালয় বরাবর পাঠাতে হবে এবং এক্ষেত্রে সচিবালয়ের লিখিত অনুমতির প্রয়োজন হবে।

১১. পরিবর্তনশীলতা

সিএফজি নেটওয়ার্কের এই সমঝোতা স্মারকটি একটি পরিবর্তনশীল স্মারক। নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনে সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে এটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে।

সিএফজিএন সচিবালয়ের পক্ষে	সদস্য সংগঠনের পক্ষে
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
ইফতেখারুজ্জামান	----------
নির্বাহী পরিচালক	----------
টিআইবি	----------